JAN. 0 1 2001

দৈনিক সংবাদ

পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ২

আলোর পথে কিশোরগঞ্জ

মিঠামইনে ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পরীক্ষা দেয়নি

মোক্তার হোসেন গোলাপ হাওর অঞ্চল থেকে ঃ মিঠামইন উপজেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএস)-এর ৬ মাস মেয়াদি কর্মসূচির আওতায় ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী গত ২০শে ডিসেম্বর মূল্যায়ন পরীক্ষার কেন্দ্রে আসেনি। সবাই ছিল নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ৩ মাসের শ্রমের মূল্য পরিশোধ না করায় কেন্দ্র শিক্ষক ও ব্লক সুপারভাইজাররা পরীক্ষা কেন্দ্রে না আসার মতো ঘটনা ঘটেছে।

গত জুলাই মাস থেকে চালু হয় ৬১৪টি মহিলা কেন্দ্র ও ৫৯৭টি পুরুষ কেন্দ্র। এ কর্মসূচির শুরু থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার উপস্থিতি থাকলেও সপ্তাহখানেক পর থেকেই উপস্থিতির হার কমতে থাকে। প্রথমাবস্থায় প্রতি কেন্দ্রে ৩০ জন পড়ুয়া নির্ধারিত থাকলেও পরে উপস্থিতি ছিল মাত্র ৮/১০ জন। স্থানবিশেষে এর সংখ্যা কমবেশি হতো। গত সেপ্টেম্বর মাসে মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া, কেওয়ারজোর ও ঢাকী ইউনিয়নের অনেক কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে বন্ধ পাওয়া যায়। কেওয়ার-জোর ইউপি চেয়ারম্যানের নিজ গ্রামের কেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দেরকে পাওয়াই যায়নি। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের চরম গাফিলতির কারণেই এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজের শুরু থেকেই ঢিমেতালে চলতে থাকে। স্থানীয় প্রশাসন ৮০ ভাগের বেশি নিরক্ষর লোকদেরকে গত ৬ মাসে অক্ষরজ্ঞান দিয়েছে বলে দাবি করছে। গত ২০শে ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মাধ্যমে তাই দেখিয়েছে কর্তৃপক্ষকে। যারা বাদ পড়েছে তাদেরকে আগামী ৩ মাসের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান দিয়ে মিঠামইনকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব বলে নির্বাহী কর্মকর্তা মনে করছেন। ঐদিন পরীক্ষা চলার সময় সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখার একটি সরকারি নির্দেশ ছিল। কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি। কর্মব্যস্ত লোকজন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমি-জিরাতে গিয়ে সময় কাটিয়েছে। তারা কেন্দ্রে আসেনি। পরীক্ষাও দেয়নি। বহু কেন্দ্র শিক্ষক ব্লক সুপারভাইজাররা তাদের ৩ মাসের শ্রমের মূল্য না পাওয়ায় তারাও মূল্যায়ন পরীক্ষার দিন কেন্দ্রে আসেনি। পরে অবশ্যই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কাকুতি মিনতি করে তাদেরকে কেন্দ্রে আনেন।